যুগান্তর

তারিখ : 27 JAN 2014
পৃষ্ঠা : 1 কলাম : 2

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে ফের রেড অ্যালার্ট

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি নতুন করে 'রেড অ্যালার্ট' জারি করছে সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অব্যাহত শিক্ষা ও সনদ বাণিজ্য এবং সরকারি আইন ও বিধিবিধান লংঘনের প্রতিযোগিতার কারণে রোববার এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার অবিলম্বে প্রশাসক নিয়োগ করবে। এর বাইরে ৬০ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ও প্রো-উপাচার্যসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা চাপিয়ে দেয়া ও ৯টির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে শক্ত আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়া হবে। প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করবে সরকার। বৈঠক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থায়ী ক্যাম্পাসে গমনের ব্যাপারেও নতুন করে আলটিমেটাম নির্ধারণ করা হয়। এর বাইরে শিক্ষার্থীরা যাতে ভুয়া ও অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ক্যাম্পাসে লেখাপড়া করে প্রতারিত না হয়, সে লক্ষ্যে বৈধ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা সংবলিত একটি 'গণবিজ্ঞপ্তি'ও করা হবে। সকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'ম্যাগাজিন' ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। মূলত বেসরকারি ফের : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

ফের : রেড অ্যালার্ট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, মামলা সংক্রান্ত জটিলতা, অনিশ্চিত কার্যাবলী ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেই বৈঠকটি ডাকা হয়েছিল। এতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী, শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) কাজী শাহাবুদ্দিন আকবর, ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলী, যুগ্ম-সচিব জিল্লুর রেজা শামস, সিনিয়র সহকারী সচিব ফাতেমা জাহান, ইউজিসির প্যানেল আইনজীবী এবিএম বায়েজিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে সরকার ২০১১ সালে আরেক দফা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে রেড অ্যালার্ট জারি করেছিল। তখন স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে সময়সীমা বেঁধে দিলেও তারা অবশ্য সরকারের নির্দেশনা মানেনি। তিন দফায় আলটিমেটাম বাড়ানো হলেও অল্প সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী ক্যাম্পাসে গমনসহ সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা মেনেছে।

বৈঠক সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী জানান, এসব বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে বছরের পর বছর শিক্ষার নামে ব্যবসা চালিয়ে আসছে। এ কারণে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। জানা গেছে, সভায় পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসক নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়। ওই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিকে দীর্ঘদিন ধরে মালিকানা দ্বন্দ্ব চলছে, আরেক দিকে তাদের বিরুদ্ধে নিম্নমানের শিক্ষাদান ও সনদ বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে এ ব্যাপারে বারবার সতর্ক করার পরও তারা অবস্থান উত্তরণ ঘটায়নি। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবদমান পক্ষগুলোর বিরোধ সালিশির মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হবে। তা সম্ভব না হলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম আইনানুগভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সরকার প্রশাসক নিয়োগ করে পরিচালনা করবে। এগুলো হচ্ছে— দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়, অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইবাইস বিশ্ববিদ্যালয় এবং এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে করুণ দশা বিরাজ করছে প্রথম দুটিতে। আবার এই দুটির এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য একজন মাত্র ব্যক্তি দায়ী। ওই ব্যক্তি কথায় সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যাচ্ছে। মামলাবাজ ওই ব্যক্তি আরেকজনের অনুমোদন নেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাকৌশলে ঢুকে এরপর মালিকানা দাবি করে আসছে। তার ওই অপকর্মে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির একশ্রেণীর কর্মকর্তা সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। জানা গেছে, প্রাইম আর দারুল ইহসান দখলকারী ওই ব্যক্তির মতো সরকারের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে মোট নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় নানা মামলা দায়ের করে সনদ বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। এগুলো মূলত অবৈধ ক্যাম্পাস ও অবৈধ আউটার চালানোর স্বার্থেই সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে— দারুল ইহসান, প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়, সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, কুইন্স ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে আমেরিকার বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি ইতিমধ্যে সরকার কর্তৃক বন্ধ ঘোষিত। কিন্তু এরপরও তারা মামলার জোরে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আর অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় একাধিক অবৈধ ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এগুলোর মধ্যে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং আউটার ক্যাম্পাস বিষয়ে মামলা রয়েছে তা একটি কোর্টে এনে শুনানির মাধ্যমে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হবে।

জানা গেছে, বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম দীর্ঘ পর্যালোচনা শেষে আরও সিদ্ধান্ত হয়, যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৭ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত করা হয়নি তাদের আগামী বছরের ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অবশ্যই নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে হবে। না করলে তাদের সাময়িক সনদ বাতিল করা হবে এবং ওই সময়ের পরে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারবে না। এর বাইরে যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নেই এবং এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষ কোনো প্রস্তাবও প্রেরণ করেননি— সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিগগিরই সরকার নিজ উদ্যোগে নিয়োগ প্রদান করবে। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত অডিট করানো হয় না বা অডিট রিপোর্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয় না, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি যৌথ উদ্যোগে একটি অডিট টিম গঠন করা হবে। এই টিম পর্যায়ক্রমে এসব বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অডিট বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বৈঠকে এরবাইরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর অসামঞ্জস্যপূর্ণ ধারাসমূহ সংশোধনের উদ্যোগ, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মান নিশ্চিতে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে শীঘ্রই ক্রসবর্ডার হায়ার এডুকেশন অধ্যাদেশ জারি, শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের প্রতারণার হাত থেকে সতর্ক করার লক্ষ্যে সরকার ও ইউজিসির অনুমোদনবহির্ভূত বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী ভর্তি না করার বিজ্ঞাপন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি যৌথভাবে নিয়মিত পরিদর্শন এবং তার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।